SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

শিক্ষার রূপান্তর: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগের বিশ্লেষণ

Suman Paloi
M.A. in Bengali
Belda College (Vidyasagar University)
Belda, Paschim Medinipur, West Bengal, India.
Email: paloisuman@gmail.com

Abstract: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy, 2020) ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যার লক্ষ্য হল শিক্ষাকে আরও নমনীয়, দক্ষতাভিত্তিক, ব্যবহারিক এবং আধুনিক বিশ্বমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। এই নীতি ৫+৩+৩+৪ কাঠামোর মাধ্যমে শৈশব থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার পর্যায়গুলোকে পুনর্গঠিত করেছে এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান *Indian Knowledge System (IKS)* এর অন্তর্ভুক্তি, যা ভারতীয় ঐতিহ্য, প্রাচীন জ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে চায়। IKS প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নৈতিক শিক্ষা, আচরণগত দক্ষতা, প্রকল্প ভিত্তিক শিক্ষা এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের অভাব, প্রযুক্তিগত বৈষম্য, গ্রাম-শহরের ব্যবধান এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার মতো বিভিন্ন বাধা রয়েছে, তবুও NCERT, NCTE সহ নানা সংস্থা এর প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সার্বিকভাবে, NEP 2020 আধুনিক শিক্ষা ও প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি মানবিক, দক্ষ ও উদ্ভাবনী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে।

Keywords: National Education Policy 2020 (NEP 2020), Indian Knowledge System (IKS), শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাকাঠামো (৫+৩+৩+৪), নৈতিক ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা।

"সর্বোচ্চ শিক্ষা হল সেই শিক্ষা—
যা আমাদের কেবল তথ্যই দেয় না বরং
আমাদের জীবনকে সমস্ত অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশ সমূহের শিক্ষা ক্ষেত্রে, গবেষণা ক্ষেত্রে, নীতি নির্ধারণে ভারতীয়দের সদর্প উপস্থিতিই ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়নের অবকাশ রাখে না। আমাদের দেশের এই বহু চর্চিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতি ও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আপন আলোক ছটায় উদ্ভাসিত করেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই আমরা দেখতে পাই বহু বিদেশী শিক্ষানবিশ অতীতে আমাদের দেশে এসে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষার আলোয় নিজেদেরকে দ্যুতিমান করেছেন (ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং এবং প্রমূখ। এর থেকেই প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই স্বমহিমায় গৌরবান্বিত ছিল। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি তারই প্রমাণ স্বরুপ বিদ্যমান। এবং ভারতবর্ষের আজকের এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচীনকালের সেই শিক্ষার বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ফলে আজকের এই রূপ নিয়েছে। এই পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন এর মূল লক্ষ্য হল সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। এবং বিশ্বায়নের মানদণ্ডে নিজেকে মূল্যায়িত করে ভারতবর্ষকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে নিয়ে যাওয়া।

এই উদ্দেশ্য সাধন এর জন্য আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানা সময়ে নানা নীতির মাধ্যমে একত্রিত করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের শিক্ষায় এক আমূল পরিবর্তন আসে, কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) হল তারই সংগঠিত স্বরুপ। যেখানে আজ থেকে

প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে, সরকার জাতীয় শিক্ষাকে একটি নিয়ম নীতির বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিল, যা পরে ১৯৬৮ সাল নাগাদ জাতির সর্বসমক্ষে হাজির হয়েছিল "জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৬৮" নাম নিয়ে। যেখানে ৬ থেকে ১৪ বছরের সকল শিশু শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছিল; একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে উৎসাহ প্রদান, উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ, পেশাগত শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটানো। আর ওই সমস্ত কিছুর জন্য মোট GDP এর বড় অংশ শিক্ষা খাতে ব্যবহার করারও সুপারিশ প্রদান করা হয়।

এর ঠিক আঠার বছর পরে ১৯৮৬ সালে, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে আসে এক নয়া খসড়া, The National Policy on Education (1986)। কিন্তু এই নীতি কার্যকরী করার সময় নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়তে হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মহাশয় কে। পরক্ষণে তিনি এই নীতি সমূহের পুনর্মূল্যায়ন করিয়ে 1992 সালে এর প্রয়োগ করেন। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে মহিলাদের শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২ সালের এই সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতি সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রণীত ছিল। এরপরে ২০২০ সালে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন কিছু নিয়ম নীতি সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়ে "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই "জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০" বা "National Education Policy 2020" "NEP ২০২০"—শিক্ষামন্ত্রক দ্বারা প্রণীত হয়ে সারাদেশের মানুষের কাছে বিশাল রকমের ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। বহু শিক্ষা মহলে মনে করা হচ্ছে, NEP ২০২০ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকে মাথায় রেখে এই শিক্ষা নীতিকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ২৯ জুলাই ২০২০ সালে পাশ করার পর ধীরে ধীরে করে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে। এই শিক্ষা নীতিতে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষানীতির প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষা নীতির মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় নমনীয়তা এনে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকতর থেকে আধুনিকতম শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। এই শিক্ষা নীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

ক) নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন করা
খ) স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন
গ) উচ্চশিক্ষায় আমূল পরিবর্তন
ঘ) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান
ঙ) বিষয়ভিত্তিক বিভাজন বাতিল
চ) সরকারের চলমান প্রকল্পগুলির সাথে সামঞ্জস্য

এই বৈশিষ্ট্য গুলি বিষদে নীচে আলচনা করা হল-

ক) নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন— জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে পুরোনো শিক্ষাকাঠামো (১০+২) মডেল পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা কাঠামো (৫+৩+৩+৪) মডেল এর প্রবর্তন করা হয়েছে। যেখানে ৩ থেকে ১৮ বছরের সকল শিক্ষার্থীদের অবৈতনিক—আবশ্যিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। বয়স ভিত্তিক ধাপে ধাপে শিক্ষার কাঠামো অনুযায়ী এগানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। নতুন নীতি অনুযায়ী ৫+৩+৩+৪ মডেলটি হল—

1. Foundational Stage (Duration: 5 years): এই স্তরটি মূলত 'এক্টিভিটি' কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীরা নানান কার্যকলাপের মাধ্যমে, যেমন— খেলা, নাচ-গান ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষা লাভ করবে। এই সময় শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাছাকাছি কোন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অথবা বালভাটিকাতে শিক্ষা লাভের জন্য যাবে। আসলে এটি pre-School পর্যায়ের অংশ।

2. Preparatory stage (Duration: 3 years): এই স্তরটি হল ফাউন্ডেশন স্টেজের পরের স্তর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস থ্রি, ফোর এবং ফাইভ এর শিক্ষার্থীদেরকে এই স্তরের

আওতায় আনা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের বয়স হতে হবে ৮ থেকে ১১। এখানে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা, সৃজনাত্মক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অ্যাক্টিভিটি কেন্দ্রিক শিক্ষার কথাও এখানে রয়েছে।

3. Middle stage (Duration: 3 years): তিন বছরের এই স্টেজে শিক্ষার্থীদের মূল বিষয় হল গবেষণামূলক শিখন বা পরীক্ষামূলক শিখন। এখানে গণিত, কলাবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জানা থেকে অজানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়স হতে হবে ১১ থেকে ১৪ এবং ক্লাস সিক্স থেকে এইট মানে উচ্চ প্রাথমিকের স্তর।

4. Secondary stage (Duration: 4 years): এই সেকেন্ডারি স্টেজে চার বছরের এই স্তরে যথেষ্ট পরিমাণে সমালোচনামূলক আলোচনা, চিন্তাভাবনা ও নমনীয়তার সাথে শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের বিষয়টিকে যথেষ্ট ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের বয়স এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ক্লাস ৯, ১০, ১১ ও ১২ এ পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের বয়স থাকতে হবে ১৪ থেকে ১৮ বছর।

খ) স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন: স্কুল শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন এবং সহজীকরণ করা হয়েছে যথেচ্ছ ভাবে, তাছাড়া বোর্ডের পরীক্ষায় যে পাঠ্যক্রম রয়েছে তাকে কমিয়ে পাঠ্যের মূল ধারণার মধ্যে শিখন এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

গ) উচ্চশিক্ষায় আমূল পরিবর্তন: প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও হাইয়ার সেকেন্ডারি এর পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন-পরিমার্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে আরো সহজ-সরল, আকর্ষণীয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাবাস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই শিক্ষা নীতিতে চার বছরের মেয়াদ যুক্ত স্নাতক কোর্স করার কথা বলা হয়েছে ও তৎসঙ্গে কোর্সের মাঝপথে ছেড়ে পুনারায় শুরু করা এবং শংসাপত্র প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘ) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান: প্রাথামিক শিক্ষা তথা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

ঙ) বিষয়ভিত্তিক বিভাজন বাতিল: *National Education Policy 2020* অনুযায়ী কোন বিষয়কে আলাদা ধরা যাবে না, এবং একই সঙ্গে সায়েন্স—ভোকেশনাল কিংবা কোন একাডেমিক প্রকৃতিকে আলাদা করে ধরা যাবে না । এখানে সবই একই সমান্তরালে শেখার সুযোগ দিতে হবে।

চ) সরকারের চলমান প্রকল্পগুলির সাথে সামঞ্জস্য: *NEP 2020* তে ভারত সরকারের নানান প্রকল্প *skill in India, startup India, Atmanirbhar Bharat* ইত্যাদি গুলিকে মাথায় রেখে এই পলিসি গঠন করা হয়েছে। আর এই বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়েই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জীবন, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের (Indian Knowledge System) ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে *NEP 2020* তে। IKS কে অন্তর্ভুক্তি করন এবং এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার মূল কারণ গুলি নিম্নরূপ—

১) ভারতের নিজস্ব জ্ঞানবাস্তবতাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা

২) আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যকে মিলিয়ে নতুন প্রজন্ম তৈরি করা

৩) শিক্ষাকে আরও স্থানীয়, ব্যবহারিক ও দক্ষতাভিত্তিক করা

৪) স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশজ জ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করা

IKS (Indian Knowledge System) বলতে বোঝায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় জ্ঞান ব্যবস্থা। এর মূল লক্ষ হল শিক্ষাকে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের সাথে যুক্ত করা তথা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ তে *IKS* কে মূলত তিন ভাবে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছে। যথা—

1. শিক্ষক প্রশিক্ষণের নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষায় *IKS* এর প্রয়োগ।

2. স্কুলের প্রতিটি বিষয়ে *Indian knowledge system* কে কার্যকর করা।

3. গবেষণা ও উদ্ভাবনী মূলক কাজে *IKS* কেই মূলনীতি হিসেবে উপস্থাপন করা।

অ) শিখন পদ্ধতি তে *IKS* এর নৈতিক ভিত্তির অন্তর্ভুক্তি করনঃ

১) চরিত্র ও মূল্যবোধের নীতি— সৎ-চরিত্রবান ও ন্যায়- নীতিযুক্ত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে IKS এর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে। তাছাড়াও নিরপেক্ষতা, সহানুভূতিশীলতা, ধৈর্যশীল ও নিজের দায়িত্বের প্রতি সর্বদা সচেতন থাকতে হবে একজন শিক্ষককে।

২) আচরণগত প্রশিক্ষণ— *IKS* অনুযায়ী একজন শিক্ষক মহাশয় সর্বদা নরম স্বভাবের হবেন। একজন ছাত্র অথবা ছাত্রীর জীবনে তিনি সর্বদা একজন আদর্শ বিচারকের কাজ করবেন।

৩) পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা— 'শিক্ষক' শব্দটা সর্বদাই একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হয়। জীবনাদর্শনের শিক্ষক একজন আচরণগতভাবে পথপ্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপিত করবেন নিজেকে সর্বদাই।

৪) নৈতিক নেতৃত্ব দান— *Moral* leadership বা নৈতিক নেতৃত্ব একটা ছাত্র সমাজকে বিশাল ভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। একজন শিক্ষককে মূলত Nation Builder হিসেবে ধরা হয়। কারণ তার সিদ্ধান্ত, তার আচরণ, তার মূল্যবোধ, তা সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর প্রভাব পড়ে। আর সেই প্রভাব সারা দেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। আর নৈতিক নেতৃত্ব দানের খুঁটিটি যদি খুবই শক্তপোক্ত করে গাড়া থাকে, তাহলে সেটাও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আবার যদি তার মধ্যে কোন খামতি থেকে যায় তাও প্রদর্শিত হয় প্রতি পদে পদে।

আ) শিক্ষক প্রশিক্ষণে *IKS* এর অন্তর্ভুক্তি করনঃ

১) *পেশাদারিত্ব—* পেশাদারিত্ব বা Professionalism হল পেশাদারী ভিত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। IKS অনুযায়ী একজন পেশাদারী শিক্ষক সর্বদা নিজের পেশা সম্পর্কে দায়িত্ববান, সময়ানুবর্তী, শৃঙ্খলা পরায়ন, নিজের বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানসম্পন্ন হবেন ।আর ওইসব কারণের জন্য IKS অনুযায়ী Professionalism যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তেমনি আধুনিক শিক্ষাতেও তেমনি পেশাদারিত্ব তথা Professionalism একইভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

২) ক্লাসরুম পরিচালনায় দক্ষ— Classroom Management এর জন্য একজন শিক্ষকের মূলত দরকার শান্ত মনোভাব। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সমান মনোযোগ প্রদান করা তাদের মধ্যেকার যে সকল দ্বন্দ্ব তা সমাধান করতে সচেষ্ট হওয়া। তাছাড়া সহানুভূতিশীলতা ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টের এক অন্যতম দিক।

৩) মূল্যবোধ— একজন ভালো শিক্ষকের মূল্যবোধ তথা ভ্যালু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বললেও কোনরূপ কোন ভুল বলা হবে না। তাই শিক্ষকের মধ্যে মূল্যবোধ একটি ক্লাসে সর্বদা আদর্শবান হবে।

৪) শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা— প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সর্বদা ব্যক্তি কেন্দ্রিক তথা শিক্ষক কেন্দ্রিক ছিল। সেখানে শিক্ষক মহাশয় ছিলেন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে। কিন্তু আধুনিক বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরাই প্রধান। তাই বলা চলে শিক্ষার্থীরা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যমনি।

৫) নিরন্তর ভাবে জ্ঞান আহরণ করা— শিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক মহাশয় গনকে সর্বদা জ্ঞান আহরণ করতে হবে অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ চালিয়ে যাওয়াই হল একজন আদর্শ শিক্ষকের লক্ষণ। গুরু শিষ্য পরম্পরায় যেমনি গুরু, Lifelong learners হিসেবে ছিলেন, তেমনি আধুনিক বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও শিক্ষক মহাশয়দেরও Continuous learning প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে। যেদিন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বন্ধ করে দেবে সেদিন থেকেই মনে করতে হবে এক পা এক পা করে পেছনের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বলা হয় একজন শিক্ষক সবথেকে বেশি শেখে তার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেই।

৬) সমন্বয় দক্ষতা— গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিক শিক্ষাই ছিল প্রধান বিষয়। আর বর্তমান

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রধান বিষয় রয়েছে তা হলো নিম্নরূপ—

৬.১. সঠিক ভাষার প্রয়োগ— শিক্ষক মহাশয় গণ যে শব্দ-বাক্য তথা ভাষার প্রয়োগ করবেন তা শিক্ষার্থীদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দেশ সমাজ ও দশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তাই সঠিক ভাষার প্রয়োগ ও শব্দচয়ন শিক্ষকের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি *Communication Skill* তথা যোগাযোগ দক্ষতাকে আরও সুদক্ষ করে তোলে।

৬.২. স্বচ্ছ ব্যাখ্যা— বর্তমান শিক্ষন ব্যবস্থায় যে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে হয় স্বচ্ছ পরিষ্কারভাবে। তাই ব্যাখ্যা স্বচ্ছ করতে গেলে জ্ঞান ও পরিষ্কার রাখতে হবে। স্বচ্ছ জ্ঞান স্বচ্ছ ব্যাখ্যার হাতিয়ার, সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে। যা যোগাযোগ ব্যবস্থারও একটা অন্যতম কান্ডারী।

৬.৩. শ্রবণ দক্ষতার গুরুত্ব— আমাদের জানতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করতে গেলে তথা কোন কিছু বলতে গেলে প্রথম আমাদেরকে একজন ভালো শ্রোতা হতে হবে। কারণ একজন ভালো শ্রোতাই একজন ভালো বক্তা হতে পারবেন। অর্থাৎ একজন ভালো শ্রোতা একজন ভালো বক্তার প্রথম ধাপ। সুতরাং আমাদেরকে আর বলে দেওয়ার কোন অপেক্ষা রাখে না, যোগাযোগ দক্ষতা তথা *Communication Skill* বিকাশের জন্য একজন ভালো শ্রোতা হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।

ই) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনে *IKS* প্রয়োগঃ

ভারতের প্রাচীন গুরু-শিষ্য পরম্পরা ছিল জ্ঞান, নৈতিকতা এবং মানবিকতার সমন্বিত শিক্ষা ।আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধকে নতুন করে প্রয়োগ করা হচ্ছে IKS (Indian Knowledge System) এর মাধ্যমে। যথা—

১) আধুনিক গুরু শিষ্য সম্পর্ক— প্রাচীন আশ্রমে গুরু প্রত্যেক শিষ্যের স্বভাব, দক্ষতা, দুর্বলতা জেনে প্রয়োজন মতো উপযুক্ত নির্দেশ দিতেন। আর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে শিক্ষক মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, সমস্যাবলি, মানসিক চাপ, দক্ষতা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে জানবেন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করে তার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। দরকার হলে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেও তার সুরাহা করাবেন। একই সাথে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে সহায়তা করবেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, সার্বিক বিশ্বাস ভিত্তিক সহ সম্পর্ক গড়ে তোলা সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

২) নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার বিকাশ— Value Based Education এর লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, মানবিকতা ও জীবনের মূল্যবোধ গঠন করা। প্রাচীন শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল, সত্য, অহিংসা শৃঙ্খলা, নম্রতা, দায়িত্ববোধের বিকাশ সাধন করা। আর আধুনিক শিক্ষা ওই মূল্যবোধ গুলিকে পাঠক্রমে নতুন করে যুক্ত করেছে। এই বিধিগুলি প্রয়োগের কিছু নিয়ম রয়েছে, যথা— i) পাঠ্য বইতে নৈতিক গল্প ও জীবনমূলক পাঠ। ii) ক্লাসে আলোচনা সভা তৈরি করা এবং পরিচালনা করা। iii) ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক সেবায় নিয়োজিত করা। iv) শ্রদ্ধা সততার সাথে দলগত কাজে নিযুক্ত করা। এবং এর মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের চরিত্র গঠন, মানবিকতার বিকাশ সাধন এবং সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া।

৩) মানসিক ও সামাজিক শিক্ষা— এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলা, নেতৃত্ব দান, মনুষত্ব গঠন, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকে আরো বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলা হয়।

৪) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা— Experimental learning বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার মূল কথা হলো learning by doing অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শেখা। শিক্ষার্থীরা কৃষিকাজ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করত এটাই ছিল Experimental learning. আধুনিককালে প্রকল্প ভিত্তিক শিক্ষা (Project Base Learning), কার্যভিত্তিক শিক্ষা (Activity

Base Learning) Model, Role play, Creativity based study, Field study প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য গুলি হল শিক্ষার্থীরা যেন বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণামূলক চিন্তা-ভাবনা গড়ে উঠে।

উপসংহার—

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 (NEP 2020) স্পষ্টভাবেই IKS কে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। NCERT, SECERT, NCTE ও বিভিন্ন সংস্থা ধীরে ধীরে IKS কে জনপ্রিয় করছে, আর স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নীতি কিছুটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে, যেমন— শিক্ষার সাথে চাকরির অমিল থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপযুক্ত যোগ্য চাকরির সুযোগের অভাব এই নীতিকে অনেকখানি অসফলতার দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়াও বর্তমান নীতি অনুসারে মোট GDP এর 6% শিক্ষা খাতে ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে চলা হচ্ছে। কিন্তু এটা মানতে হবে জিডিপির 6% টাকার পরিমাণটা অনেকখানি চ্যালেঞ্জ পূর্ণ। যাকে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছানো সহজ সাধ্য নয়। এর ফলে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ফলপ্রসূ হওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যপার।

এছাড়াও প্রশিক্ষণের পরিকাঠামোর অভাবে সকল শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ করানোই একটি মস্ত বড় বাধা। তবে এই বাধা কে গ্রহণ করে তা থেকে দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলাই এর একমাত্র লক্ষ্য। অনেক প্রতিষ্ঠানে IKS প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো Instractor নেই। তাই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় খুবই ধীর গতি সম্পন্ন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান ও এর একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। শহরের স্কুলগুলিতে যেমনি সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা রয়েছে, তেমনি বেশির ভাগই গ্রামের স্কুলগুলিতে IKS সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট এক্সেস বা প্রয়োজনীয় সামগ্রির অভাব রয়েছে। অনেক শিক্ষকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে IKS সম্পর্কে ওয়াকীবহল নন। এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করা সময় সাপেক্ষ এবং যথেষ্ট কঠিন সাধ্য।

References

- শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার। (1968). *জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮* (পৃ. 1–25)।
- Education Commission. (1966). *Education and national development: Report of the Kothari Commission, 1964–66* (পৃ. 1–350)। শিক্ষা মন্ত্রক।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। (1986). *জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬* (পৃ. 1–48)। ভারত সরকার।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। (1992). *জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯২ (পরিমার্জিত)* (পৃ. 1–65)। ভারত সরকার।
- প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা। (2020). *শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা*, 12(2), 45–58।
- NEP 2020 এবং স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষায় কাঠামোগত পরিবর্তন। (2021). *আধুনিক শিক্ষা জার্নাল*, 10(1), 22–39।
- ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার আধুনিক শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা। (2021). *সমকালীন শিক্ষা ভাবনা*, 8(1), 12–28।
- IKS ভিত্তিক মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা: স্কুল স্তরে বাস্তবায়ন। (2022). *Value Based Education Quarterly*, 6(1), 18–36।
- NEP 2020 এ মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব। (2021). *ভাষা ও শিক্ষা পত্রিকা*, 11(1), 52–64।
- গ্রাম ও শহরের শিক্ষাগত বৈষম্য: NEP বাস্তবায়নের প্রধান বাধা। (2021). *Indian Journal of Rural Education*, 10(2), 14–29।
- শিক্ষায় নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন: IKS এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। (2022). *Educational Ethics Journal*, 3(1), 10–24।
- ভারতের উচ্চশিক্ষায় বহুমাত্রিকতা ও একাডেমিক নমনীয়তা: NEP 2020 বিশ্লেষণ। (2023). *Higher Education Studies*, 15(2), 35–50।

———